স্ববিরোধি

— অভিজিৎ গুহ

সময়ের স্রোতে থমকে দাঁড়িয়ে আছে,
জীবনের বিক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধতার টানাপোড়েনে
ছোট্ট ছোট্ট পদক্ষেপে এগিয়ে পিছিয়ে চলা।
মায়াভরা মুখদের ছায়া তিরতির করে কাঁপে,
যেমন অরণ্যের সন্ধ্যায় প্রদীপের ছায়া দেওয়ালে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হোতো।
ছায়াদের চোখে জল, হাত নাড়তে থাকা মূর্তিগুলো
ক্রমে রেলের পেছনে ঝাপসা হয়ে আসে।
ইঁদুরের দৌড় শুরু হয়।
যেমন এইমাত্র স্কর্পিয়ো গাড়ীটি ট্রাফিক লাইটে না থেমে
আমার পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে হারিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।
অস্পষ্ট ছায়া, মস্তকহীন ছায়া, নিরাশ্রয় ছায়া।
তবু সে হাঁটে, অনেক ছুটতে হবে তাকে দ্রুত।
এখন থেমে যাওয়া নয়, হেরে যাওয়া নয়।
তবু অনিবার্য সময়পাতে ছায়াগুলো শ্লথ, পঙ্গু, বিলুপ্ত
হয়ে যাবে একই নিয়তি না মেনে সে যদি আর
বনস্পতি না হতে চায়? আকাশের বুক ভেদ করে
মাথা বাড়িয়ে দেবার স্বপ্ন ছেড়ে ফেলে
সে যদি ছাদ হয়ে যায়? যদি সে ছায়াদের জড়িয়ে ধরে?
যদি সে ছায়াগুলো তখন আনন্দিত হয়, সতেজ হয়, সার্থক হয়?
ই এম সি স্কোয়্যার হোলো না,
ই এম বাইপাসের ধার হোলো না,
স্কর্পিয়ো হোলো না।
শুধু ছাদ হোলো ছায়াদের মাঝে।
হাসি হোলো, গান হোলো, কবিতা হোলো।
বাজার বাঁচতে দেবে এ কবিতাকে?
সংসার কি দেবে ছেড়ে ইঁদুরের দাবী?
ই. এম. সি. স্কোয়্যার আবার কি অগ্ন্যুৎপাত করবে?
টিভি সিরিয়াল নয়, উত্তর দেবে এ জীবন।